ঝিনাইদহে ব্যাতিক্রমি দুধ খাওয়ানো উৎসব অনুষ্ঠিত

প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ঝিনাইদহে ব্যাতিক্রমি দুধ খাওয়ানো উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার সকালে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৭’শ ৭০ জন ছাত্রীকে দুধ খাওয়ানো হয়।

জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা মনোজিৎ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আরিফুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লক্ষী রানী পোদ্দার, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ডা. সুব্রত কুমার ব্যানার্জী। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ঝিনাইদহ সদর লাইভস্টক এক্সটেনশন অফিসার ডা. তারেক মুসা। আয়োজকরা জানায়, প্রাণি সম্পদ সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ছাত্রীদের দুধ খাওয়ার অভ্যাস করতে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দুধ খাওয়ানো হয়। সেসময় দুধের পুষ্টিগুণ নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন ।

দেশীয় তামাক শিল্প রক্ষার দাবীতে ঝিনাইদহে তামাক চাষীদের মানববন্ধন

তামাকের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত করতে দেশীয় তামাক শিল্প রক্ষার দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (৬ মার্চ) সকালে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে দেশীয় তামাক চাষী কল্যাণ সমিতি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ ও তামাকচাষীরা উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। এসময় বক্তব্য দেন দেশীয় তামাক চাষী কল্যান সমিতির (ঝিনাইদহ-মেহেরপুর জেলার আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন রিন্টু, যুগ্ম-আহ্বায়ক দুদু শাহ্, রুহুল আমিন, সদস্য রমজান আলী

মিন্টু, চাষী আমিনুল ইসলাম পিলু, রবিউল ইসলাম জনি, জহুরুল ইসলাম, হোসেন আলী, শাকিরুল ইসলাম,উজ্জ্বল মিয়া, ওমর আলী প্রমূখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশীয় মালিকানাধীন তামাক শিল্পের অস্তিত্ব বিলিনের পথে। এই শিল্পকে কে রক্ষার জন্য আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন চাই। তারা আরো বলেন, আমাদের মাটি এবং আবহাওয়া তামাক চাষের উপযোগী। সার, তেলসহ বিভিন্ন দ্রব্যের দাম যে ভাবে বেড়েছে তাতে ন্যায্য মূল্যে তামাক বিক্রি করতে না পারায় আজ আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি ঠিকমত তামাক চাষ করতে পারছি না। দেশীয় কোম্পানিগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারলে তামাকের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে শতভাগ দেশীয় কোম্পানিগুলোর জন্য আলাদা নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। এতে হুমকির মুখে পড়েছে ৩০টি দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি।

প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তারা বলেন, কাজ করে দু- মুঠো ডাল-ভাত খেতে চাই, তাই আমাদের তামাক চাষের সুযোগ দিন। আমরা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে তামাক উৎপাদন করতে চাই।

ঝিনাইদহে তরুণ উদ্যোক্তা মোটরসাইকেল ব্যবসায়ী হিসেবে জনপ্রিয় সোনার বাংলা মটরস্

ঝিনাইদহ শহরে তাসলিমা ক্লিনিকের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত সোনার বাংলা মটরস্। প্রোপাইটার- তাপস কুণ্ডু, সনজিত কর্মকার।

ঝিনাইদহ শহরের উত্তপ্ত গ্রাম অঞ্চলে প্রিমিয়াম বাইক থেকে শুরু করে সকল ধরনের বাইক ক্রয় বিক্রয় মানেই সোনার বাংলা মটরস্। প্রতিটা গ্রামে তার কর্মীরা একটিভ থাকে বাইক কালেকশন এর জন্য, ভালো মানের বাইক এবং কম বয়সী বাইক কালেকশন করে থাকে।

কাগজ নিয়ে নেই কোন ঝামেলা ১০০% কাগজ গ্যারান্টি দিয়ে গাড়ি

বিক্রয় করে থাকে সোনার বাংলা মটরস্। পিক নয় কাস্টমার সেবায় সোনার বাংলা মটরস্ মূল উদ্দেশ্য শহরে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর সাথে গ্যারান্টি দিয়ে সব থেকে কম প্রফিট এ গাড়ি বিক্রয় করে একমাত্র সোনার বাংলা মটরস্।

সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা প্রফিট এ গাড়ি বিক্রি করা সোনার বাংলা মটরস্। যার কারনে সবার কাছেই খুবই জন প্রিয় হয়ে উঠেছে। সোনার বাংলা মটরস্ প্রোপাইটার সনজিত কর্মকার বলেন কাস্টমারের সেবা দেয় আমাদের মূল ধর্ম, আমরা সব সময় কাগজ পাতি এবং গাড়ির দিক থেকে ফেরেশ থাকতে চাই।

ঝিনাইদহে প্রণোদনার কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের পরিবর্তে সিন্ডিকেটের হাতে

বর্তমান সরকারকে বলা হয় কৃষি বান্ধব সরকার। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই খাদ্যে সয়ংসম্পুর্ণতা অর্জণের লক্ষ্যে কৃষিতে বেশি বরাদ্দ দিয়ে আসছে। নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অনাবাদি জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। সরকার ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত বরাদ্দে ২০২১ সালের জুন থেকে শুরু করেছে সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প। সরকার স্বচ্ছভাবে এই প্রকল্প পরিচালনার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঝিনাইদহের চিত্র ভিন্ন। সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে ঝিনাইদহে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গেছে।

ভর্তুকীর মাধম্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণকৃত পাওয়ার টিলার, সিডার, কম্বাইন্ড হারভেষ্টার, রাইস প্লান্টার বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়েছে, উঠে এসেছে সিন্ডিকেটের অর্থ বাণিজ্যের তথ্য। শোরুম মালিক, কৃষি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এ সিন্ডকেট। কাজেই এই প্রকল্পের সুফল কৃষক পাচ্ছে না, নয়-ছয় করে পকেট ভরছে সিন্ডিকেটের সদস্যরা। ২০২১ সালের জুন থেকে শুরু হওয়া ৫

বছর মেয়াদি প্রকল্পে এপর্যন্ত ঝিনাইদহে ১০ কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রণোদনা কি কৃষক পেয়েছে? প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকেই কৃষকদের আবেদনের মাধ্যমে প্রণোদনার তালিকা প্রস্তুত করার নিয়ম থাকলেও স্বজন প্রীতি ও ব্যক্তিগত লোক দিয়ে ভর্তুকীর কৃষি যন্ত্রপাতি উত্তোলন করে সেই গুলো বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করছে সিন্ডিকেট। একটি পাওয়ার টিলার বাজারে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একটি সিডার ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ প্রণোদনায় কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত কোম্পনির ডিলারদের কাছে পাওয়ার টিলার ও সিডারের প্যাকেজ আড়াই লাখের উপরে।

প্রণোদনায় প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ৩ বছরের মধ্যে হস্তান্তর করা যাবে না এবং কৃষি বিভাগের তদারকিতে থাকবে এমন নিয়ম থাকলেও উপজেলা কৃষি অফিসে বিতরণের ফটোশুট করেই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এমন তথ্য মিলছে। কেউ বা বাড়িতে নিয়ে যেয়েও বিক্রি করেছে। জেলার সকল উপজেলাতেই এমন অনিয়ম ধরা পড়লেও সবচেয়ে বেশি হয়েছে ঝিনাইদহ সদরে। সদরের বিতরণকৃত তালিকা সরজমিনে অনুসন্ধান করতে যেয়ে দেখা গেছে সদর উপজেলার ফুরসুন্ধি ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের মৃত খোদাবক্সের ছেলে হায়দার আলী, সুশিল বিশ্বাসের ছেলে শৈলেন বিশ্বাস (ডাক্তার), মৃত আজিম মন্ডলের ছেলে সাহাবুদ্দিন প্রণোদনার সিডার পাওয়ার টিলার পেয়েছেন। কিন্তু তাদের বাড়িতে যেয়ে পাওয়া যায়নি সেই সিডার ও পাওয়ার টিলার।

হায়দারের স্ত্রী শিউলি বেগম জানান, তাদের পাওয়ার টিলার সদর উপজেলার মধুহাটি গ্রামে তার দেবরের বাড়িতে রয়েছে। সাহাবুদ্দিনের স্ত্রী লিপি খাতুন জানান, তার স্বামী সাহাবুদ্দিন ঝিনাইদহের সেচ বিতানে কাজ করে। তারা এই পাওয়ার টিলার পেলেও শোরুম থেকে নিয়ে আসা হয়নি। শৈলেন ডাক্তার জানান, তার আগে থেকেই একটি পাওয়ার টিলার ছিলো। তাই নতুন টা তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন। একসাথে দুইটা রেখে লাভ নেই বলেও তিনি জানান।

পার্শ্ববর্তী জিথড় গ্রামের মৃত বাবর আলী বিশ্বাসের ছেলে সাবেক মেম্বার মোস্তফার বাড়িতে পাওয়ার টিলারের খোঁজে গেলে জানা যায় একই ইউনিয়নের মাড়ুন্দি গ্রামের তুকামের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এই গ্রামের বর্তমান ইউপি সদস্য আসাদুজ্জামান টিপু। তার প্রায় ১০ বছর আগে থেকেই একটি পাওয়ার টিলার রয়েছে।
২০২১-২২ অর্থ বছরে তিনি নতুন আরেকটি পেয়েছেন। তবে তার নিজের যেই টাকা দেওয়ার কথা ছিল তার একটি টাকাও তিনি দেননি। শোরুমের মালিক

তার টাকা দিয়ে তার পাওয়ার টিলার তুলে তিনি নিজ দায়িত্বে বিক্রি করে দিয়ে কিছু নগদ টাকা তাকে দিয়ে দিয়েছেন।

আসাদুজ্জামান টিপু মেম্বার জানান, তিনি যদি জানতেন এই পাওয়ার টিলার নিয়ে এমন হবে তাহলে তিনি নিতেন না। সামান্য কিছু টাকার জন্যে তিনি দুর্নামের ভাগিদার হতে রাজি নন। একই গ্রামের মৃত শংকরের ছেলে সঞ্জিত ও মৃত নিরঞ্জনের ছেলে সুরঞ্জনও এই কৃষি অফিস থেকে প্রণোদনার পাওয়ার টিলার পেয়েছেন। সঞ্জিতের পাওয়ার টিলার বিক্রি করে দিয়েছেন।

সঞ্জিতের ছেলে জানান, তার ভাই বিদেশ যাওয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল তাই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

সুরঞ্জন জানান, তার আগে থেকেই একটি পাওয়ার টিলার রয়েছে। তাই তিনি নতুনটা কিছু দিন আগে বিক্রি করে দিয়েছেন। তার ভাগ্নে কৃষি অফিসে চাকরি করে বলেও তিনি জানান। এর আগের অর্থ বছরে এই গ্রামের কংশো মন্ডলের ছেলে বিদ্যুৎ একটি পাওয়ার টিলার নেন প্রণোদনায়। তার পাওয়ার টিলারটি রয়েছে। তিনি জানান, নতুন করে যাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তার একটিও কেও বাড়িতে আনেননি। সবাই ফটোশুট করেই বিক্রি করে দিয়েছেন। সরকারের সাথে টাকার যে অংশ তাদের দেওয়ার কথা, তা কেওই দেননি। সব কিছু শোরুম মালিক দিয়ে তুলে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে ৪ থেকে ৬ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে যাদের নামে পাওয়ার টিলার বরাদ্দ এসেছে। এরকম অসংখ্য তথ্য মিলেছে সদর উপজেলার হরিশংকরপুর, ঘোড়শাল, সুরাট, পাগলাকানাই, সাগান্না, পোড়াহাটি, হলিধানী ও পৌর এলাকায়।কেউ হারভেস্টার নিয়েছেন, কেউ পাওয়ার টিলার বা রাইস প্লান্টার।

হরিণাকুণ্ডু ও শৈলকুপা উপজেলাতেও এমন অনিয়মের অসংখ্য তথ্য পাওয়া গেছে। কালীগঞ্জ ও মহেশপুরেও হয়েছে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি। যাদের আগে থেকেই এই সমস্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল তাদেরকেই প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা নতুন একটি পেয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। সম্প্রতি ঝিনাইদহ জেলা শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার সংলগ্ন জিন্নাহ মার্কেটের কামালের মেশিনারিজ দোকানে আনপ্যাক্টড পাওয়ার টিলার বিক্রি করতে দেখা যায়। তারা খরিদ্দার অনুসন্ধান করছিল। ক্ষমতাসীন দলের লোক ক্রেতা হলে বিক্রির পরে ঝামেলা পোহাতে হবেনা তাই এমন খরিদ্দার খুজছিলেন তারা। তাদের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানাযায় এগুলো সব প্রণোদনার পাওয়ার টিলার।

এদের মাধ্যমে জানাগেছে, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানরা ইচ্ছামত নাম দিয়ে প্রণোদনার এই যন্ত্রপাতিগুলোর তালিকা পাশ করিয়ে এনে এভাবে বিক্রি করে দেন। এতে করে শোরুম মালিক, কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সবার লাভ থাকে। কিন্তু এতে করে সরকারের এই ভর্তুকীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে?

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম জানান, প্রণোদনায় প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো ৩ বছরের আগে বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবেন না। ঝিনাইদহে যন্ত্রের প্রকার ভেদে সরকার একেক রকমের প্রণোদনা দিচ্ছেন। একটি হারভেস্টারের সরকার বর্তমানে ১৪ থেকে সাড়ে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ভুর্তকী দিচ্ছেন। সিডারে বর্তমানে ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকী দিচ্ছেন। শুধু পাওয়ার টিলারে ৫০ হাজার টাকা, পাওয়ার থ্রেসারে ৪৮ হাজার, রিপারে ৯০ হাজার বেড প্লান্টারে ৯০ হাজার ভর্তুকী দিচ্ছেন সরকার। প্রতিবছর উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে কৃষি অফিসে আবেদন করতে বলা হয়। আবেদনের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে কমিটির মাধ্যমে ঢাকায় পাঠানো হয়। পাশ হয়ে আসলে বিতরণ করা হয়। মেশিনের দাম সব প্রকল্প অফিস থেকে পাশ হয়ে আসে।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের উপ পরিচালক আজগার আলী জানান, কৃষক যদি পাওয়ার পরে বিক্রি করে ফেলেন তাহলে আমরা কি করবো। আমরা তো কৃষকের ভালোর জন্যই দিচ্ছি। এই বিষয়ে তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনওদের সাথে কথা বলতে বলেন।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন জানান, তিনি গত ডিসেম্বরে ঝিনাইদহে যোগদান করেছেন। তার যোগদানের পরে প্রণোদনার কোন যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়নি। তবে যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান। ঝিনাইদহের অগ্নিবীণা সড়কের সেচ বিতান ও বিসমিল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং মিশনারিজ থেকেই এই কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এর মধ্য সেচ বিতান থেকেই বেশিরভাগ বিতরণ করা হয়েছে। সেচ বিতানের কর্মচারী সাহাবুদ্দিন নিজে কৃষি কাজ না করলেও তিনি পেয়েছেন প্রণোদনার পাওয়ার টিলার। অন্যান্য সকল ইউনিয়ন বা এলাকা থেকে ফুরসুন্ধি ইউনিয়নের মানুষের নাম বেশি রয়েছে তালিকায়।

জানাগেছে, সেচ বিতানের মালিক রিপনের বাড়ি ফুরসুন্ধি ইউনিয়নে। তার চেষ্টাতেই এই ইউনিয়নের লোকজনের নাম বেশি এসেছে। চলতি অর্থবছরে

একটি সিডার ও পাওয়ার টিলার দিয়ে প্রকল্পে মূল্য ধরা হয়েছে দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার। কিন্তু খোলা বাজারে একই ব্রান্ডের একটি পাওয়ার টিলার ১ লাখ ৭০ হাজার টাকার মধ্যে ও একটি সিডার ৩০ হাজার টাকার মধ্য অর্থাৎ দুই লাখ টাকার মধ্যে পাওয়া গেলেও শোরুম গুলো প্যাকেজের মূল্য নিচ্ছেন দুই লাখ ৫৫ হাজার। যেখানে প্রচলিত মূল্যের থেকে ৫৫ হাজার টাকায় বেশি নেওয়া হচ্ছে।

সেচ বিতানের মালিক রিপন অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনি নিজের টাকা দিয়ে কারো নামে প্রণোদনার যন্ত্রপাতি উত্তোলন করেননি। যার তা সে নিজেই করেছে। সরকারের নির্ধারিত দামেই আমরা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছি।

জনতা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মালিক আলমগীর হোসেন জানান, ঝিনাইদহের বাজারে যেই পাওয়ার টিলারগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেই গুলো মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গার। ওগুলো ঝিনাইদহের নয়। জেলায় সব থেকে বেশি সাপ্লাই দেয় সেচ বিতান, তিনি নিজের টাকা দিয়ে কোন গ্রাহকের নামে যন্ত্রপাতি উত্তোলনের সাথে জড়িত নন বলে জানান।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম জানান, আমরা প্রণোদনার পাওয়ার টিলারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি বাজারে বিক্রি হচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় তদন্ত করেছি। অনেকগুলো জায়গায় এর সত্যতা পেয়েছি। আমরা আরও তদন্ত করবো। এই বিষয়ে আমরা মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে জানাবো।

সমন্বিত ব্যবস্থার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক তারিক মাহমুদুল ইসলাম জানান, সারাদেশে খুব সচ্ছভাবে এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ঝিনাইদহে কিছু অনিয়মের তথ্য আমি শুনেছি। আমরা তদন্ত করবো। সত্যতা পেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

উল্লেখ্যঃ প্রকল্পটি গত ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত চলবে। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত বরাদ্দ ৩ হাজার ২০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ বছরে ১৫০০০টি কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। হাওর ও উপকূলীয় এলাকা দুর্যোগ প্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এবং ৭০% ভর্তুকি থাকায় যন্ত্র ক্রয়ে আগ্রহ অনেক বেশি। সমতল এলাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিগণ পরিবারের সকলের সহযোগিতায় নিজেই চাষাবাদ করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০০০টি রিপার বিতরণ করা যাবে। জেলার সচেতন মানুষ দাবি তুলেছেন সরকারি অর্থ সঠিক ভাবে প্রকৃত কৃষকদের উন্নয়নে কাজে

লাগাতে হবে। ঝিনাইদহে সরকারি প্রণোদনার কৃষি যন্ত্রপাতি বরাদ্দ ও বিক্রির এই সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

ঝিনাইদহ কাঞ্চননগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ঝিনাইদহ কাঞ্চননগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী নবীন বরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে কাঞ্চননগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী নবীন বরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গভর্নিং বডির সভাপতি আক্কাচ আলীর সভাপতিত্বেতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন, জেলা শিক্ষা অফিসার শেখ মোঃ মনিরুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শেখ মোঃ কামরুজ্জামান, স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার বিশ্বাস,ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি এসএটিভির জেলা প্রতিনিধি ও গভর্নিং বডির সদস্য ফয়সাল আহমেদ, চিত্তরঞ্জন, ভরত কুমার,সুচিত্রা রানী সাধু খাঁসহ অন্যাঅন্য। পুরস্কার বিতরণ শেষে সন্ধায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হরিণাকুন্ডুতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার মান্দিয়া গ্রামের কৃষক হক আলি হত্যা মামলায় তিন জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

রোববার (৫ মার্চ) ঝিনাইদহ জেলা দায়রা জজ মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন। একই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমান অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

দন্ডিতরা হলো-ওই গ্রামের এলেম মন্ডলের ছেলে আসাদুল হক, আলী মন্ডলের ছেলে খাকচার আলী মন্ডল ও খাকচার মন্ডলের ছেলে আনিচুর রহমান মন্ডল।
মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ইসমাইল হোসেন বাদশা জানান, ২০১৪ সালের ৭ জুলাই হরিণাকুন্ডু উপজেলার মান্দিয়া গ্রামের কৃষক হক আলিকে মোবাইলে ডেকে নিয়ে যেয়ে আসাদুল হককে হত্যা করে। পরে ৯ জুলাই সকালে গ্রামের একটি কলাবাগান থেকে তার মাটিচাপা দেওয়া লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আসামীরা তাকে মাথায় আঘাত করে, সাইকেলের টিউব দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করে মাটিতে পুতে রাখে।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে ২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে হরিণাকুন্ডু থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত রোববার আসামী আসাদুল হক, খাকচার আলী মন্ডল ও আনিচুর রহমানকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন। মামলা চলাকালে আসামী তোয়াজ উদ্দিন মারা যাওয়ায় তাকে মামলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কর্মকর্তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে গাছ

কাটার অভিযোগ স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে

কর্মকর্তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে সাবেক স্কুল শিক্ষক আলা উদ্দিন (আলার) বিরুদ্ধে। তবে এ বিষয়ে কিছুই জানেন না ওই কর্মকর্তারা। এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনে মামলা করা হবে বললেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের কুল্লাগাছার আসলাম মোড়ের সামনের মাঠের সড়ক এটি। এ সড়কের কিছু দুরে সাবেক স্কুল শিক্ষক আলা উদ্দিনের রয়েছে সড়কের পাশের একটা জমি।

সম্প্রতি ওই সড়কের পাশের ১৩ টি অপরিপক্ক কাঠের গাছ কেটে বিক্রি করেছেন ওই শিক্ষক। যার মধ্যে ছিল ১২ টি মেহগনি ও একটি লম্বু গাছ।

ওই গ্রামের খলিল মন্ডল বলেন, গাছগুলো মাস্টার সাহেব লাগিয়ে ছিল। তবে বর্তমানে গাছ গুলো রাস্তার মধ্যে পড়েছে। তিনি বলেন, মোট ১৩ টি গাছ কেটে দিয়েছেন। এরমধ্যে একটা লম্বু ও ১২ টি মেহগনি গাছ ছিল। মাস্টার সাহেব গাছ গুলো মেরে বিক্রি করে দিয়েছেন। বাধা দিয়ে ছিলেন কিনা, এমন প্রশ্ন তিনি বলেন, আর বাবা,আমরা বাধা দিয়ে কি করবো। হ্যালো করলেই শেষ। কারন ওনারা তো নেতা মানুষ।

একই কথা বলেন,কামারুল ইসলাম বলেন, গাছগুলো বেশ বড় হয়েছিল। কয়েক দিন আগে তিনি আসাননগর গ্রামের ওসমান ব্যাপারি কাছে বিক্রি করেছেন।

এ ব্যাপারে ওই শিক্ষক বলেন,গাছগুলো আমার লাগানো ছিল। জমি মাপার পরও দেখা গেছে গাছ গুলো আমার জমির মধ্যে পড়েছে। এরপরও আমি চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গিয়েছি। পরে ওনাকে নিয়ে এ্যাসিলান্ড,বনবিভাগ ও নায়েব সাহেবের কাছে ও গিয়েছিলাম। নায়েব সাহেব আমাকে জমি মাপার পর গাছ কেটে নিতে বলেছেন।

আলা উদ্দিন (আলা) ছিলেন গুড়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বর্তমানে তিনি অবসরে আছেন।

এলাঙ্গী ইউনিয়ন সহকারী কমিশনার (ভুমি) শরিফুল ইসলাম বলেন, গাছ কাটার বিষয়টি আমি জানিনা। আপনাদেরকে মিথ্যা বলেছেন। খোঁজ খবর

নিয়ে ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একই কথা বলেন, উপজেলা বন কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমাদের নাম নিয়ে ওনার কার্যসিদ্ধি করেছেন। এ বিষয়ে কিছুই জানা নাই। ইউএনও স্যারের বলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমার জানা ছিল না। খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি। ওনি কিসের বলে,কিভাবে গাছ কেটেছেন। অনিয়ম করে গাছ কাটলে ওনার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

ভোটার হব নিয়ম মনে, ভোট দিব যোগ্যজনে” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হয়েছে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্তর একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ অফিসার্স ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার খান মাসুম বিল্লাহর সভাপতিত্বে ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকারের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, মডেল থানার তদন্ত ওসি জগন্নাথ চন্দ্র, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, পৌর সভার প্যানেল মেয়র জাহিদ হোসেন, সাফদারপু ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, উপজেলা নির্বাচন অফিসার ওয়াহিদ মুরাদ,সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, বয়স ১৮ হলেই ভোটার হওয়ার জন্য সঠিত তথ্য প্রদান করে নিভূল ভোটার প্রনয়ণে সহয়তা করার আহ্বান জানান এবং বিভিন্ন দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী,সাধারণ ভোটার সহ বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় বীমা দিবস পালিত

আমার জীবন আমার সম্পদ, বীমা করলে থাকবে নিরপদ” এই প্রতিপাদ্য কে সামনে নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে জাতীয় বীমা দিবস।

দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বুধবার (০১ মার্চ) সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়। পরে উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার খান মাসুম বিল্লাহর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ মঈন উদ্দিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, উপজেলা কৃষি অফিসার মহাসীন আলী, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, পল্লী সঞ্চয় কর্মকর্তা চম্পা অধিকারী।

মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকারের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জীবন বীমা কর্পোরেশনের শাখা ইনর্চাজ মানুষ কুমার স্বর্মা, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এ জি এম আল-আমীন, পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ডি জি এম আবুল কালাম

আজাদ, ফ্যারিস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ডি জি এম মোঃ ইসমাইল হোসেন,ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির এ জি এম মোঃ মঈন উদ্দীন খান।

বক্তারা বলেন, জীবনে চলার পথে বীমার কোন বিকল্প নেই। ১৯৬০ সালের ১লা মার্চ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম কর্মজীবনে আলফা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান করেন। সেই হিসাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে বর্তমান সরকার ১লা মার্চকে ১ম জাতীয় বীমা দিবস হিসাবে ঘোষনা করেন।

এসময় অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন লাইফ ইন্স্যুরেন্সে কর্মরত অফিসার ও মাঠ পর্যায়ের সদস্যরা, প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে তথ্য অফিসের আয়োজনে মহিলা সমাবেশ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ঝিনাইদহ জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজার গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আবুবকর সিদ্দীকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩২৭ সংরক্ষিত মহিলা আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য খালেদা খানম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কালচারাল অফিসার মোঃ জসিম উদ্দিন, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াদ রায়হান আবির, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, মধুহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলতাফ হোসেন ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আলী হাসান।

অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যসহ স্মার্ট বাংলাদেশ, বাল্যবিবাহ, আত্মহত্যা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জেলা তথ্য অফিসার আবুবকর সিদ্দীক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য খালেদা খানম বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত নতুন এক উন্নয়ন দর্শন। এটি এমন এক উন্নয়ন দর্শন যেখানে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দুর্নীতিমুক্ত একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা হবে এবং ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক পাবে অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ এক সুযোগ। এই স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি ভিত্তি থাকবে সেগলি হলো- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি। মূলত স্মার্ট সিটিজেন গড়ে তুলতে পারলেই পরবর্তী ভিত্তিগুলি রচনা করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মধ্য দিয়ে স্মার্ট গভর্নমেন্টের শক্ত ভিত্তি রচিত হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এই প্রক্রিয়া আরো শক্তিশালী হবে। তিনি স্মার্ট সিটিজেন গড়ে তোলার জন্য ছেলে-মেয়েদেরকে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এছাড়া সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ, মাদক ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে তিনি সকলকে সোচ্চার ভূমিকা রাখার আহবান জানান।
মহিলা সমাবেশে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার তিন শতাধিক মহিলা অংশগ্রহণ করেন।